সংবাদ

তারিখ 30 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগে ঘুস নেয়ার জের

রংপুর প্রা. শি. অফিসে ৩ দিন ধরে অফিস করছেন না কেউ

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী মোসলেমউদ্দিন তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে ৩ দিন ধরে অফিস করছেন না। একইভাবে অন্য কর্মচারীরা অফিসে আসছেন না। ২ দিন আগে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের তালিকা প্রকাশের পর থেকে তাদের নিরুদ্দেশ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে চলছে তোলপাড়। বিপুলসংখ্যক প্রার্থী ও তাদের স্বজনদের জনরোষ থেকে বাঁচার জন্যই মূলত অফিস করছেন না বলে জানা গেছে।

অফিস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গত তিনদিন ধরে কর্মচারীরা অনুপস্থিত। (বাঁয়ে, কর্মচারীবিহীন কক্ষ, (ডানে) অ্যাকাউনটেন্টের কক্ষ তালাবদ্ধ —সংবাদ

অফিস ঃ করছেন না

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে দেখা যায় অফিস সহকারী মোসলেমউদ্দিনের কক্ষে তালা ঝুলছে। পাশের কক্ষে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। একজন পিয়ন বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে নাম প্রকাশ না করে বলে, অফিসে কেউ নেই। কোথায় গেছে জানতে চাইলে জানায় সে নাকি জানে না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আকবর আলী সরকারের কক্ষটি খোলা থাকলেও চেয়ার দিয়ে দরজা আটকানো অবস্থায় ছিল। তার টেলিফোনটি পাশের ঘরে দেখতে পাওয়া গেল। তিনি কোথায় জানতে চাইলে জানা যায়, গঙ্গাচড়ায় গেছেন।

রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর এভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার বিষয়টি ছিল বৃহস্পতিবার টক অফ দা টাউন।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষার সময় ৩০ নম্বর পাওয়ার আশায় পরীক্ষার্থী ও তাদের স্বজনদের কাছে অফিস সহকারী মোসলেমউদ্দিনসহ অফিসের ২/৩ দিন কর্মচারী জনপ্রতি ৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন। তারা এ বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাদের চাকরি পাইয়ে দেবেন। ২ দিন আগে সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে রংপুর জেলার ৮ উপজেলায় ২শ' ৩০ জন প্রার্থীর তালিকাসংবলিত নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয় অফিসের দেয়ালে। খবর জানাজানি হওয়ার পর শত শত প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা ভিড় জমাতে থাকেন শিক্ষা অফিসে। ঘোষিত তালিকায় নাম না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অনেক প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা। খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন অফিস সহকারী মোসলেমউদ্দিনসহ অন্যদের। কিন্তু জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য ২ দিন ধরে কোন কর্মচারী অফিস করছেন না।

বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজন প্রার্থী ও তাদের স্বজনদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

একইভাবে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য বিএনপি'র এক নেতার বাসাতেও প্রার্থী ও স্বজনদের ভিড় করতে দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে কয়েক দফা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।